সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দুইটি ব্রাহ্মণের শেষের ২টি কাণ্ড আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। এই আরণ্যকের শেষাংশে দুইটি উৎকৃষ্ট উপনিষৎ সংযোজনা করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎটি কাণ্বশাখার শতপথব্রাহ্মণের সপ্তদশকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত এই ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন—

"উষা বা অশ্বস্য ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়িব্রাহ্মণোপনিষৎ।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের নামকরণের সার্থকতা

বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া তাহা সম্যগ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার আলোচনার জন্য উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। কোলাহল শূন্য অরণ্যভূমিই উপনিষৎ পাঠের উপযুক্ত স্থান বলিয়া অরণ্যে উপদিষ্ট এই উপনিষৎখানি আরণ্যক উপনিষৎ। ইহা অন্যান্য উপনিষৎ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম বৃহদারণ্যক। কেবল আয়তনেই নহে, ভাবগাম্ভীর্যে, মর্যাদায় ও গৌরবেও ইহা শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ। ইহার নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ 'আরণ্যকম্' বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্"।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলিকে বলা হয় 'ব্রাহ্মণ'। যেমন—প্রথম অধ্যায়ে ছয়টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছয়টি ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি ব্রাহ্মণ, চতুর্থ অধ্যায়ে ছয়টি ব্রাহ্মণ, পঞ্চম অধ্যায়ে পনেরটি ব্রাহ্মণ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে তিনটি কাণ্ড আছে—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড ও খিলকাণ্ড। মধুকাণ্ড আগমপ্রধান অর্থাৎ শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব এই মধুকাণ্ডে

Scanned by CamScanner

উপদিষ্ট হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বিচারপ্রধান অর্থাৎ মধুকাণ্ডে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই পক্ষপ্রতিপক্ষের দ্বারা আচার্য ও শিষ্যের কথোপকথনে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের পূর্বে "পূর্ণমদঃ" প্রভৃতি যে শান্তি মন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা উপনিষদের সমাপ্তিই সূচনা করে। অর্থাৎ প্রথম চারিটি অধ্যায়েই বৃহদারণ্যক উপনিষদের মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দুইটি খিলকাণ্ড বা পরিশিষ্ট নামে পরিচিত। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় জ্ঞান ও কর্ম। অন্যান্য উপনিষদের ন্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদেও জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় আলোচিত হইলেও ব্রহ্মবিদ্যার সহিত কর্মের ও উপাসনার যে একটি সম্বন্ধ আছে তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত। তাঁহারা সকাম কর্মেরই উপাসক। যাগযজ্ঞ-ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক সুখ ও পারত্রিক স্বর্গলাভই তাঁহাদের কাম্য। এই সকাম কর্মই মানুষকে ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত করে। সকাম কর্মে আসক্ত মানুষ নিষ্কাম ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট অদ্বৈত তত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ—যেমন ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া সুখ প্রদান করে, সেইরূপ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ দুঃখের কবল হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করা ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে ও মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিধান অনুসারে যাঁহারা যাগযজ্ঞ কর্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন ও পিতৃপুরুষগণের স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন তাঁহাদের ঐরূপ কর্ম নিষ্ফল বা নিরর্থক—এইরূপ বলা হইলে, তাঁহাদের মনে অবিশ্বাস জাগিতে পারে। সেইজন্য এই উপনিষদে প্রথমে কর্মানুষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ সেই কর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

Scanned by CamScanner

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মে আরোপিত জগতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জগৎ নাম, রূপ ও কর্মাত্মক কিন্তু কর্মের ফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যার বিষয় সংসার ও বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় আত্মা। অবিদ্যার প্রভাবেই দ্বৈতবোধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই অদ্বৈততত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব, জগৎ প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মেরই রূপ। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। আত্মার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইলে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। বিষয়াসক্তিরূপ মৃত্যুকে কি ভাবে অতিক্রম করা যায় তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনরূপে বহু নৈতিক উপদেশ ও উপাসনারও বিধান আছে।

Scanned by CamScanner

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্

[মৃত্যুর সীমা কিরূপে অতিক্রম করা যায়, এই বিষয় লইয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজা জনকের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়।]

আভাসভাষ্যম্—স যত্রায়মাত্মা। সংসারোপবর্ণনং প্রস্তুতম্। তত্রায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সম্প্রমুচ্যোত্যুক্তম্। তৎ সম্প্রমোক্ষণং কস্মিন্ কালে কথং বেতি সবিস্তরং সংসরণং বর্ণয়িতব্যমিত্যারভ্যতে।

আভাসভাষ্যের বাংলা অনুবাদ — পূর্বব্রাহ্মণ (তৃতীয় ব্রাহ্মণ) হইতে জীবের সংসারকালীন অবস্থার বর্ণনা চলিতেছে। যখন সেই জীবাত্মার লোকান্তর প্রাপ্তি হয় তখন জীবাত্মা দেহের সমস্ত অঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গ ও বিমুক্ত হইয়া গমন করেন। কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে জীবাত্মার এই বিমুক্তি সম্ভব হয়, তাহাই এই ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রঃ—স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ব-বক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি। ৪ | ৪ | ১

সংস্কৃত শব্দার্থ—সঃ (মৃত্যুকালে লোকান্তরজিগমিষুঃ) অয়ম্ আত্মা (বিবেকবান্ শরীরাবচ্ছিন্নঃ জীবাত্মা) যত্র (মরণকালে) অবল্যম্ (অবলস্য ভাবং দুর্বলতাম্) ন্যেত্য (প্রাপ্য) সংমোহম্ (বিবেকাভাবম্) ইব ('ইব'

Scanned by CamScanner

শব্দ প্রয়োগাদ্ ইদমেব প্রতীয়তে যৎ, আত্মা স্বতঃ এব সংমোহম্ অসংমোহং বা ন প্রাপ্নোতি নিত্যচৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবত্বাৎ। দেহস্য এব দুর্বলতা সংমোহশ্চ। অতঃ আত্মনি শরীরক্রিয়ারোপঃ বুদ্ধিবিক্ষেপাদিত্যর্থঃ।) ন্যেতি (নিঃশেষেণ প্রাপ্নোতি); অথ (অনন্তরম্) এতে প্রাণাঃ (এতানি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি) এনম্ (ইমম্ আত্মানম্) অভিসমাযন্তি (অভিগচ্ছন্তি)। সঃ (আত্মা) এতাঃ (পূর্বম্ আলোচিতাঃ) তেজোমাত্রাঃ (তেজসঃ আদিত্যস্য মাত্রাঃ অংশবিশেষাঃ আদিত্যাংশং চক্ষুঃ তস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাবজ্জীবদেহঃ তাবৎ চক্ষুষি বর্ততে।) সমভ্যাদদানঃ (সম্যগ্‌রূপেণ সমাহরন্ নির্লেপেন ইত্যর্থঃ) হৃদয়ম্ এব (হৃদয়াকাশে) অন্ববক্রামতি (অভিব্যক্তো ভবতি)। যত্র (যদা এব এতৎ সংঘটতে তদৈব) সঃ এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুষঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) পরাঙ্ (পূর্ববৈপরীত্যেন) পর্য্যাবর্ততে (নিবর্ততে), অথ (অতঃ) অরূপজ্ঞঃ ভবতি (চক্ষুষঃ অনুগ্রাহকস্য আদিত্যপুরুষস্য নিবর্তনাৎ জীবস্য রূপজ্ঞানং ন ভবতি ইত্যর্থঃ)।

বাংলা শব্দার্থ—সঃ অয়ম্ আত্মা (পূর্বে যে জীবাত্মার কথা আলোচনা করা হইয়াছে সেই জীবাত্মা) অবল্যম্ ইব ন্যেত্য (যেন দুর্বলতা প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ আত্মাতে কোন ক্রিয়া হয় না কিন্তু জীবের শরীর দুর্বল হয়। 'ইব' শব্দের দ্বারা শরীরের দুর্বলতা আত্মাতে আরোপ করা হইতেছে) সংমোহম্ ইব ন্যেতি (যেন জীবাত্মাই সংজ্ঞাহীন অর্থাৎ বিবেচনারহিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন) অথ (তখন) এতে প্রাণাঃ (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ) এনম্ অভিসমাযন্তি (ইহার অর্থাৎ জীবাত্মার নিকট আসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্মে বিরত হইয়া জীবাত্মার নিকট গমন করে)। স আত্মা (সেই আত্মা) এতাঃ তেজোমাত্রাঃ (এই সকল আদিত্যের অংশস্বরূপ রূপাদির প্রকাশক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ

Scanned by CamScanner

করিয়া, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ কার্য না করিলেও পুনরায় জাগ্রত অবস্থায় তাহারা ক্রিয়াশীল হয় কিন্তু মরণকালে তাহাদের আর স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না) হৃদয়ম্ এব অন্ববক্রামতি (হৃদয়াকাশে বিলীন হইয়া যায়) যত্র (জীবাত্মার এইরূপ অবস্থা তখনই হয় যখন) সঃ এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুঃস্বরূপ হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) পরাঙ্ (বিপরীত ভাবে) পর্য্যাবর্ততে (প্রতিনিবৃত্ত হন অর্থাৎ স্বকার্য হইতে বিরত থাকেন) অথ (তখন) অরূপজ্ঞঃ ভবতি (মুমূর্ষু ব্যক্তির রূপের জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ চক্ষুঃস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা না থাকায় সেইরূপ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পান না)।

বাংলা অনুবাদ—যখন সেই আত্মা দুর্বল ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন তখন ইন্দ্রিয়গুলি সেই আত্মার নিকট গমন করে। আত্মা সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যগ্‌ভাবে গ্রহণ করিয়া হৃদয়াকাশে অবস্থান করেন। যখন চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল দিক হইতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া স্বকার্য হইতে বিরত হন তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

English Translation—When that very Self becomes weak and senseless, as it were, the sense-organs come to it. That Self absorbing these particles of light comes to the heart. When the presiding deity of the sense-organ (eye) turns back from all sides, the dying man does not notice colour.

বাংলা ব্যাখ্যা—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের শারীরক নামক চতুর্থ ব্রাহ্মণে মানুষের কিভাবে লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে তাহারই বর্ণনা আছে। আত্মা স্বতঃই নিঃসঙ্গ ও ক্রিয়া রহিত—তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, কিন্তু জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবিদ্যাপ্রভাবে জীবের সহিত একীভূত বলিয়া প্রতীত হন। অর্থাৎ আত্মাতে জীবের দেহগত ক্রিয়া আরোপিত হইয়া

Scanned by CamScanner

থাকে। দেহ আত্মা নহে কারণ দেহের অঙ্গের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না। কিন্তু সেই আত্মাই যখন দেহকে আশ্রয় করেন তখন জীবাত্মা দেহরূপে ভ্রম হইয়া থাকে। জীবের আত্মার কখনও নাশ হয় না, দেহেরই নাশ হয়। মরণকাল উপস্থিত হইলে দেহেরই দুর্বলতা আসে ও দেহই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু মনে হয় যেন আত্মাই দুর্বল ও সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন। 'ইব' শব্দের দ্বারা আত্মাতে দেহস্থিত দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতার আরোপ করা হইয়াছে। দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিও বিকল হইয়া পড়ে। আত্মা যেমন দেহস্থিত আকাশকে ত্যাগ করিয়া মহাকাশে বিলীন হইয়া যান, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও আত্মাকে অনুগমন করে। তখন সেই আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্যের অংশকে সংকোচিত করিয়া অর্থাৎ কর্মক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যতদিন জীবের দেহ থাকে ততদিন জীবের চক্ষুতে বিরাজ করেন, কিন্তু জীবের দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্ষুস্থিত দেবতাও আদিত্য পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যান। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির সাময়িক বিলোপ ঘটে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু মরণকালে ইন্দ্রিয়গুলি সকল দিক হইতেই প্রত্যাবর্তন করে, অর্থাৎ দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া যায়। তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়। কোন রূপই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই বিকল হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—দেহান্তরপ্রাপ্তিবর্ণনেন শারীরক ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্ আরভ্যতে। কদা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ কস্য কথং বা ইতি প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যেন বিস্তরশঃ প্রতিপদ্যতে। মরণকালে উপস্থিতে জীবাত্মা দৌর্বল্যং সংমোহঞ্চ প্রাপ্য নির্গচ্ছতি। দেহস্য এব দৌর্বল্যং সংমূঢ়তা চ, পরন্তু আত্মনঃ

Scanned by CamScanner

দৌর্বল্যাদয়ঃ ঔপচারিকাঃ। আত্মা স্বতঃ অমূর্ত্তত্বাৎ কথমপি ন অবলভাবং গচ্ছতি। ন চ অস্য স্বতঃ সংমোহঃ নিত্যচৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবত্বাৎ। বিবেকাভাবো হি সংমোহঃ। ইবশব্দেন দেহস্থিতাঃ গুণাঃ আত্মনি আরোপ্যন্তে। যথা সংমোহমিব তথৈব অবল্যমিব ইতি অবল্যেন ইব শব্দস্য প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ, উভয়স্য পরোপাধিপ্রয়োগাৎ সমানকর্ত্তৃকত্বাচ্চ।

দেহস্য উৎক্রমণকালে এতে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ আত্মানম্ অভিগচ্ছন্তি। তদা জীবাত্মা দেহস্থিতেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ বিমুচ্য দেহস্থিতানি ইন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্য চ হৃদয়াকাশে সবিজ্ঞানো ভবতি। তেজোমাত্রাঃ চক্ষুরাদীনি রূপাদিপ্রকাশনশক্তিমত্ত্বাৎ সত্ত্বপ্রধানভূতকার্যত্বাচ্চ। চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জীবাত্মনা নির্লেপেন গৃহীতানি। স্বপ্নে তু নির্লেপেন সম্যগাদানং ন ভবতি জাগ্রদবস্থায়াং চক্ষুরাদীনাং পুনঃ ক্রিয়াযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। নিষ্ক্রিয়স্য আত্মনঃ তেজোমাত্রাদানকর্ত্তৃত্বমৌপচারিকম্। মরণকালে চক্ষুষঃ রূপাদিপ্রকাশন শক্তির্নশ্যতি। যাবজ্জীবদেহো বর্ততে তাবদেব চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সানুগ্রহাণি। দেহস্য বিনাশে চক্ষুষঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্যলোকে প্রত্যাবর্ততে। তদা দৃষ্ঠিশক্তেরভাবাদ্ মুমূর্ষুঃ রূপং ন জানাতি।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—সোঽয়মাত্মা প্রস্তুতঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অবল্যম্ অবলভাবম্, নি এত্য গত্বা—যৎ দেহস্য দৌর্বল্যম্, তদাত্মন এব দৌর্ব্বল্যমিত্যুপচর্য্যতে—'অবল্যং নেত্য' ইতি। ন হ্যসৌ স্বতঃ অমূর্ত্তত্বাদবলভাবং গচ্ছতি; তথা সংমোহমিব—সংমূঢ়তা সংমোহঃ বিবেকাভাবঃ, সংমূঢ়তামিব, ন্যেতি নির্গচ্ছতি; ন চাস্য স্বতঃ সংমোহঃ অসংমোহো বা অস্তি, নিত্যচৈতন্য জ্যোতিঃস্বভাবত্বাৎ; তেন ইব শব্দঃ—সংমোহমিব ন্যেতীতি। উৎক্রান্তিকালে হি করণোপসংহারনিমিত্তো ব্যাকুলীভাব আত্মন ইব লক্ষ্যতে লৌকিকৈঃ; তথা চ বক্তারো ভবন্তি—সংমূঢ়ঃ সংমূঢ়োঽয়মিতি। অথবা উভয়ত্র ইবশব্দ-

Scanned by CamScanner

প্রয়োগো যোজ্যঃ—অবল্যমিব ন্যেত্য, সংমোহমিব ন্যেতীতি ; উভয়স্য পরোপাধিনিমিত্তত্বাবিশেষাৎ, সমানকর্ত্তৃক নির্দ্দেশাচ্চ।

অথ অস্মিন্ কালে এতে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ এনমাত্মানম্ অভিসমাযন্তি ; তদাস্য শারীরস্যাত্মনঃ অঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমোক্ষণম্। কথং পুনঃ সংপ্রমোক্ষণম্, কেন বা প্রকারেণ আত্মানমভিসমায়ন্তীতি উচ্যতে—স আত্মা এতাঃ তেজোমাত্রাঃ তেজসো মাত্রাস্তেজোমাত্রাঃ তেজোঽবয়বাঃ, রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরাদীনি করণানীত্যর্থঃ ; তা এতাঃ সমভ্যাদদানঃ সম্যক্ নির্লেপেন অভ্যাদদানঃ আভিমুখ্যেন আদদানঃ সংহরমাণঃ, তৎ স্বপ্নাপেক্ষয়া বিশেষণং 'সম্' ইতি। ন তু স্বপ্নে নির্লেপেন সম্যগাদানম্ ; অস্তি তু আদানমাত্রম্ ; "গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ" "অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" "শুক্রমাদায়" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ।

হৃদয়মেব পুণ্ডরীকাকাশম্ অন্ববক্রামতি অন্বাগচ্ছতি, হৃদয়ে অভিব্যক্তবিজ্ঞানো ভবতীত্যর্থঃ—বুদ্ধ্যাদিবিক্ষেপোপসংসারে সতি। ন হি তস্য স্বতশ্চলনং বিক্ষেপোপসংহারাদিবিক্রিয়া বা, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যুক্তত্বাৎ ; বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিদ্বারৈব হি সর্ববিক্রিয়া অধ্যারোপ্যতে তস্মিন্। কদা পুনস্তস্য তেজোমাত্রাভ্যাদদানমিতি ? উচ্যতে—সঃ যত্র এষঃ, চক্ষুষি ভবঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ আদিত্যাংশঃ ভোক্তুঃ কর্ম্মণা প্রযুক্তঃ যাবদ্দেহধারণম্, তাবৎ চক্ষুষোঽনুগ্রহং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে ; মরণকালে তু অস্য চক্ষুরনুগ্রহং পরিত্যজতি, স্বম্ আদিত্যাত্মানং প্রতিপদ্যতে।

তদেতদুক্তম্,—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" ইত্যাদি ; পুনর্দ্দেহগ্রহণকালে সংশ্রয়িষ্যন্তি, তথা স্বপ্ন্যতঃ প্রবুধ্যতশ্চ। তদেতদাহ—চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে—পরি সমন্তাৎ পরাঙ্ ব্যাবর্ত্ততে ইতি ; অথ অত্রাস্মিন্ কালে,

Scanned by CamScanner

অরূপজ্ঞো ভবতি, মুমূর্ষুঃ রূপং ন জানাতি ; তদায়ম্ আত্মা চক্ষুরাদিতেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো ভবতি স্বপ্নকাল ইব।

টীকা—সঃ অয়ম্ আত্মা—চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে যে আত্মার কথা আলোচনা করা হইয়াছে সেই আত্মা সম্বন্ধেই চতুর্থ ব্রাহ্মণে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে আত্মা অর্থে জীবাত্মা বুঝিতে হইবে।

অবল্যম্—ন বলম্ অবলম্ (নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। অবল+যৎ-অবল্যম্।

ন্যেত্য—নি–আ–ই+ল্যপ্। পাওয়া অর্থে নি ও আ পূর্বক ই ধাতুর প্রয়োগ।

সংমোহম্—সম্–মুহ+ঘঞ্ দ্বিতীয়ার একবচন।

ন্যেতি—নি–আ–ই লট্ তি।

প্রাণাঃ—প্রাণ বলিতে ইন্দ্রিয় বুঝাইতেছে। ইন্দ্রিয় অনেক বলিয়া বহুবচনে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাণের সংখ্যা লইয়া মতভেদ আছে। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ"···(২ | ১ | ৮) অর্থাৎ দুই চক্ষু দুই নাসিকা, দুই কর্ণ ও মুখ—এই সাতটি প্রাণ বা ইন্দ্রিয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" (৩ | ৯ | ৪) অর্থাৎ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে প্রাণ বলা হয়।

অভিসমাযন্তি—অভি–সম্–আ–ই লট্ অন্তি। নিকটে গমন করা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তেজোমাত্রাঃ—আদিত্যের অংশ চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে জীবাত্মায় অবস্থিত। চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ভূতপদার্থের সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য ইহাদের তৈজস বলা হয়। রূপ প্রভৃতিকে প্রকাশ

Scanned by CamScanner

করাই তৈজস ইন্দ্রিয়ের কার্য। সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়াই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়।

সমভ্যাদদানঃ—সম্—অভি—আ—দা+শানচ্ প্রথমার একবচন। সম্যক্-রূপে আহৃত করিয়া। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয় না কারণ জাগ্রত অবস্থায় বৃত্তিগুলি পুনরায় কার্য করে। কিন্তু মৃত্যুসময়ে ইন্দ্রিয়-গুলি সম্পূর্ণরূপেই দেহকে ত্যাগ করে ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির কর্মক্ষমতা লুপ্ত হয়। স্বপ্নাবস্থার সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্যই 'সম্' কথাটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অন্ববক্রামতি—অনু—অব—ক্রম্+লট্ তি।

চাক্ষুষঃ পুরুষঃ—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আদিত্যের অংশ জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ হইলে আদিত্য দেবতা আদিত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

মন্ত্রঃ—একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ॥

৪ | ৪ | ২

সংস্কৃত শব্দার্থ—একীভবতি (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি লিঙ্গাত্মনা অভি-

Scanned by CamScanner

স্রানি জাতানি) ন পশ্যতি (দর্শনব্যাপারং ন করোতি, মরণকালে জীবস্য দৃষ্টিশক্তির্ন শ্যতি ইত্যর্থঃ) ইতি আহুঃ (মুমূর্ষোঃ পার্শ্বস্থাঃ লৌকিকাঃ জনাঃ ইত্যেবং কথয়ন্তি) ; একীভবতি ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণব্যাপারং ন করোতি, ঘ্রাণ-দেবতানিবৃত্তৌ ঘ্রাণমেকীভবতি লিঙ্গাত্মনা) ইত্যাহুঃ (ইতি কথয়ন্তি) ; একী-ভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ (রসনায়াং জিহ্বায়াং সোমো বরুণো বা দেবতা বর্ততে, তন্নিবৃত্তৌ রসনেন্দ্রিয়ম্ একীভবতি লিঙ্গাত্মনা ইতি লৌকিকাঃ বদন্তি) ; একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য লিঙ্গাত্মনা অভিন্নত্বাৎ বাগ্ব্যাপারং ন করোতি) ; একীভবতি ন শৃনোতি ইত্যাহুঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়স্য লিঙ্গাত্মনা ঐক্যত্বাৎ শ্রবণব্যাপারং ন করোতি) ; একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ (মনঃ ইতি ইন্দ্রিয়মপি লিঙ্গাত্মনা অভিন্নং ভবতি অতঃ মননব্যাপারং ন করোতি) ; একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ (ত্বগিন্দ্রিয়স্য লিঙ্গাত্মনা ঐক্যত্বাৎ স্পর্শন-ব্যাপারং ন করোতি) ; একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ (বিজ্ঞানমপি লিঙ্গাত্মনা তাদাত্ম্যত্বাৎ জ্ঞানব্যাপারমপি নৈব সম্ভবতি)। তস্য হ এতস্য (সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ আশ্রয়ভূতস্য হৃদয়স্য হৃদয়চ্ছিদ্রস্য) অগ্রম্ (নির্গমনদ্বারং নাড়ীমুখং বা) প্রদ্যোততে (ঔজ্জ্বল্যেন প্রকাশতে, তেজোমাত্রাদানাদ্ আত্ম-জ্যোতিষা দীপ্যতে ইত্যর্থঃ), এষ আত্মা (বিজ্ঞানময়ঃ লিঙ্গোপাধিঃ আত্মা) তেন প্রদ্যোতেন (আত্মজ্যোতিষা প্রকাশমানহৃদয়াগ্রেণ) নিষ্ক্রামতি (দেহাদ্ বহির্গচ্ছতি)।

চক্ষুষ্টঃ (চক্ষুষঃ) মূর্ধ্নো বা (ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বা) অন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ (শরীরাবয়বেভ্যঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেভ্যঃ) উৎক্রামন্তম্ (বহির্গচ্ছন্তম্) তম্ (লিঙ্গাত্মানম্) অনু (অনুসৃত্য) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) উৎক্রামতি (নির্গচ্ছতি) ; উৎক্রামন্তং প্রাণম্ অনু (নির্গচ্ছন্তং পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকং প্রাণম্ অনুসৃত্য) সর্বে প্রাণাঃ (বাগাদীন্দ্রিয়াণি) উৎক্রামন্তি (লিঙ্গদেহাদ্ বহির্গচ্ছন্তি) ; সবিজ্ঞানঃ ভবতি

Scanned by CamScanner

(জীবাত্মা কর্মপরতন্ত্রবিশেষজ্ঞানসম্পন্নো ভবতি) ; সবিজ্ঞানম্ এব (বিজ্ঞান-যুক্তং দেহম্) অনু (পরলোকে) অবক্রামতি (প্রাপ্নোতি)। বিদ্যাকর্মণী (উপাসনা কর্মফলঞ্চ) তং (পরলোকপ্রস্থিতং) সমন্বারভেতে (সম্যগ্ভাবেন অনুসরতঃ) পূর্বপ্রজ্ঞা চ (অতীতকর্মফলানুভববাসনা চ তম্ অনুসরতি)।

বাংলা শব্দার্থ—একীভবতি (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি লিঙ্গশরীরের সহিত এক হইয়া যায় অর্থাৎ চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যখন আদিত্য পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যান তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় লিঙ্গশরীরের সহিত মিশিয়া যায়) ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ (মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পান না) ; একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ (ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হওয়ায় তাহা লিঙ্গশরীরে একীভূত হয় তখন মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছুই আঘ্রাণ করিতে পারেন না) একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ (জিহ্বার অধিষ্ঠাত্রী সোম ও বরুণ দেবতা চলিয়া যাওয়ায় জিহ্বার কর্মক্ষমতা না থাকায় মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছুই স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন না) ; একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ (বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির নিষ্ক্রমণ হেতু বাগিন্দ্রিয় লিঙ্গশরীরে মিলিয়া যাওয়ায় তাহার কর্মক্ষমতা না থাকায় মুমূর্ষু ব্যক্তি কথা বলিতে পারেন না) ; একীভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়েরও কর্ম-ক্ষমতা না থাকায় মুমূর্ষু ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন না) ; একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ (মন ইন্দ্রিয়ও লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিত হওয়ায় মনন ক্ষমতা না থাকায় মুমূর্ষু ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারেন না) ; একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ (ত্বগিন্দ্রিয় লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিত হওয়ায় তাহার কর্ম-ক্ষমতা না থাকায় মুমূর্ষু ব্যক্তি স্পর্শ করিতে পারেন না) ; একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ (পূর্বের কর্মজন্য যে বিশেষজ্ঞান হইয়াছিল তাহাও লিঙ্গ-শরীরে অবস্থান করে বলিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারেন না) ;

Scanned by CamScanner

তস্য হ এতস্য (সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির আশ্রয়স্থল হৃদয়ের) অগ্রম্ (বাহিরে যাইবার পথ) প্রদ্যোততে (প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তেজোমাত্রাগুলিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃদয়াকাশে গ্রহণ করার জন্য হৃদয়াকাশ স্বীয় জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হয়) এষ আত্মা (সেই লিঙ্গশরীরধারী জীবাত্মা) তেন প্রদ্যোতেন (সেই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত পথে) নিষ্ক্রামতি (দেহকে ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করেন)।

[কিভাবে দেহ হইতে সূক্ষ্মাত্মা বহির্গত হয় তাহা নির্দেশিত হইতেছে]

চক্ষুষ্টঃ (আদিত্যলোকে যাইবার জন্য চক্ষুর মধ্য দিয়া) মূর্দ্ধো বা (অথবা, ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য মস্তকস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রপথে) অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ (অথবা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া) উৎক্রামন্তং তম্ অনু (যে লিঙ্গাত্মা জীবদেহ হইতে বাহিরে যাইতেছে, তাহাকে অনুসরণ করিয়া) প্রাণঃ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি উপাধিযুক্ত প্রাণ) উৎক্রামতি (জীবদেহ হইতে লোকান্তরে গমন করে); উৎক্রামন্তং প্রাণম্ অনু (উপাধিযুক্ত প্রাণ যখন দেহ হইতে বহির্গত হয় তখন তাহাকে অনুসরণ করিয়া) প্রাণাঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ) উৎক্রামন্তি (লিঙ্গ দেহ হইতে নির্গত হয়); সবিজ্ঞানঃ ভবতি (জীবাত্মা তখন জ্ঞানযুক্তই থাকেন) সবিজ্ঞানম্ এব (বিজ্ঞানযুক্ত দেহই) অনু (পরলোকে) অবক্রামতি (প্রাপ্ত হন)। বিদ্যাকর্মণী (উপাসনা ও কৃতকর্মের ফল) পূর্বপ্রজ্ঞা চ (অতীতে কৃতকর্মের ফলের প্রতি যে বাসনা) তং (পরলোকগমনকারী জীবাত্মাকে) সমন্বারভেতে (সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে)।

বাংলা অনুবাদ—লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় (লিঙ্গাত্মার সহিত) একীভূত হইয়া যায় বলিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি দেখিতে পান না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় একীভূত হওয়ায় আঘ্রাণ করিতে পারেন না, রসনেন্দ্রিয়

Scanned by CamScanner

একীভূত হওয়ায় রসাস্বাদন করিতে পারেন না, বাগিন্দ্রিয় একীভূত হওয়ায় কথা বলিতে পারেন না, শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হওয়ায় শ্রবণ করিতে পারেন না, মন রূপ ইন্দ্রিয় একীভূত হওয়ায় মনন বা চিন্তা করিতে পারেন না, ত্বগিন্দ্রিয় একীভূত হওয়ায় স্পর্শ করিতে পারেন না, বিশেষ জ্ঞানগুলি একীভূত হওয়ায় জানিতে পারেন না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত হৃদয়ের ছিদ্রপথ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সেই দীপ্যমান পথ দিয়া জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হন। চক্ষুর মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়া কিংবা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া বহির্গত জীবাত্মাকে প্রাণ অনুগমন করে। অনুগমনকারী প্রাণকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অনুসরণ করে। এই-ভাবে বিশেষ জ্ঞানযুক্ত জীবাত্মা জ্ঞানযুক্ত পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রয়াণ করেন। উপাসনা, কর্মফল ও প্রাক্তন কর্মজন্য সংস্কার সেই জীবাত্মাকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

English Translation—People say, "The eye being united (with the subtle Self), the dying person does not see." They say, "The nose being united he does not smell." They say, "The tongue being united he does not taste." They say, "The vocal organ being united, he does not speak." They say, "The ear being united, he does not hear." They say, "The mind being united, he does not think." They say, "The skin being united, he does not touch." They say, "The intellect being united, he does not know." The vital part of the heart with which the sense-organs are united dazzles. Through the glowing path the subtle Self departs. The Self goes away through the eye or through the head or through the different parts of

Scanned by CamScanner

the body. Prana, the vital force follows the departing Self. All the sense-organs follow the departing vital force. The Self has particular cognition. The cognisant Self goes to the other cognisant world. Knowledge, the fruit of action and past experience follow the cognisant Self.

বাংলা ব্যাখ্যা—মরণকালে জীবাত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করে, তখন দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণও জীবাত্মাকে অনুগমন করিয়া থাকে। চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্যলোকে চলিয়া যাইলে মুমূর্ষু ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলে। তখন তাঁহার চক্ষুঃ লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিয়া যায়। জিহ্বার দেবতা চন্দ্র বা বরুণের প্রত্যাবর্তনের পর জিহ্বা লিঙ্গশরীরে মিলিত হয়। তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির রসাস্বাদন ক্ষমতা থাকে না। এইরূপ বাগিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনঃ, ত্বগিন্দ্রিয় ও বুদ্ধি তাহাদের স্ব স্ব কর্মক্ষমতা হারাইয়া লিঙ্গশরীরে মিলিয়া যায়। তখন মুমূর্ষু ব্যক্তি কথা বলিতে, শ্রবণ করিতে, মনন করিতে ও স্পর্শ করিতে পারেন না এবং তাঁহার বোধশক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। এইভাবে সকল ইন্দ্রিয়গুলি লিঙ্গশরীরে মিলিত হইবার পর হৃদয়াকাশের ছিদ্রপথ আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সেই ছিদ্রপথ দিয়া লিঙ্গাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জীব যেরূপ কর্ম করে, সেই কর্মফলের দ্বারা আদিত্যলোকে যাইবার উপযুক্ত হইলে লিঙ্গশরীরধারী জীবাত্মা চক্ষুর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া আদিত্যলোকে গমন করেন, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত কর্মফলের দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া জীবাত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমনের উপযুক্ত কর্মফলের দ্বারা জীবাত্মা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া সেই সেই লোকে গমন করিয়া

Scanned by CamScanner

থাকেন। জীবাত্মাকে অনুসরণ করিয়া পঞ্চোপাধিযুক্ত প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয়। প্রাণকে অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণও দেহ পরিত্যাগ করে। জীবের উপাসনা, বিহিত ও নিষিদ্ধ সকলকর্মের ফল ও প্রাক্তন কর্মফলের বাসনা সঙ্গে লইয়া লিঙ্গাত্মা গন্তব্যস্থানে গমন করেন।

মানুষ সারাজীবন ধরিয়া যে বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকে, মৃত্যুকালে সেই চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ চিন্তাই মুমূর্ষু ব্যক্তির লোকান্তর নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করেন লোকান্তরে গিয়া সেইরূপ জন্মই লাভ করেন। গীতায় যথার্থই বলা হইয়াছে—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (৮ | ৬)

অর্থাৎ, মৃত্যুকালে যিনি যে দেবতাকে চিন্তা করেন দেহান্তরে তিনি সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। জীবের কর্মফল অনুসারেই তাঁহার লোকান্তর হইয়া থাকে। এইজন্য বলা হয়, 'পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় ও পাপকর্মের দ্বারা পাপলোক প্রাপ্ত হয়।' জীব যাহাতে পাপ কার্যে লিপ্ত না হয়, উপনিষৎ তাহারই উপদেশ দিয়াছে।

লোকান্তর প্রাপ্ত জীবের ভোগ্য বস্তু কি হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, বিদ্যা, কর্ম ও পূর্বজ্ঞানবাসনা জীবাত্মার সঙ্গে গমন ক'রে বলিয়া সেই বাসনার সাহায্যেই সেই আত্মা ফলভোগ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন কর্মজন্য সংস্কার থাকায় পরলোকে তাঁহার কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায়। ইহজন্মে জীবাত্মা যেরূপ কর্ম করিয়া থাকেন পরলোকে যাইয়া সেইরূপ কর্মের ফলই ভোগ করেন। অতএব পরলোকে অভীষ্ট দেহ ও অভীষ্ট কর্মফল

Scanned by CamScanner

ভোগ করিতে হইলে ইহলোকে সেইরূপ কর্ম করাই বিধেয়—ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা।—লোকান্তরগমনকালে ইন্দ্রিয়নিচয়ঃ লিঙ্গাত্মনা একীভবতি। দেহপাতানন্তরং চক্ষুর্দেবতা আদিত্যলোকে প্রত্যাবর্ততে। তদা মুমূর্ষুঃ ন পশ্যতি দৃষ্টিশক্তের্ব্যাপারাভাবাৎ। ঘ্রাণদেবতানিবৃত্তৌ মুমূর্ষুঃ ন জিঘ্রতি। এবং জিহ্বাদেবতানিবৃত্তৌ রসাস্বাদনং ন করোতি, বাগ্‌দেবতানিবৃত্তৌ ন কথয়তি, মনোদেবতানিবৃত্তৌ ন চিন্তয়তি, ত্বগ্‌দেবতানিবৃত্তৌ ন স্পৃশতি, বুদ্ধি-দেবতানিবৃত্তৌ ন বিজানাতি ইতি। সর্বেন্দ্রিয়াণাং হৃদয়াকাশে লিঙ্গাত্মনা একীভাবো ভবতি। হৃদয়াকাশস্য অগ্রভাগঃ আত্মচৈতন্যজ্যোতিষা দীপ্যতে। ননু কেনৈব মার্গেণ বিজ্ঞানময়ঃ লিঙ্গাত্মা নির্গচ্ছতি লোকান্তরগমনায়, ইত্যুচ্যতে —আদিত্যলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং চক্ষুষঃ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং মূর্ধ্নো, লোকা-ন্তরপ্রাপ্তিনিমিত্তম্ অন্যেভ্যঃ শরীরাঙ্গেভ্যো বা লিঙ্গাত্মনঃ বহির্গমনং সূচ্যতে।

উৎক্রমণকালে লিঙ্গাত্মা সবিজ্ঞানো ভবতি। স্বপ্নে যথা জ্ঞানবান্ ভবতি তথৈব, পরন্তু মুমূর্ষোঃ কর্মণি কিমপি স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি। যদ্‌ভাবেন ভাবিতং তেনৈব লোকান্তরম্ আস্থিতম্ ইতি কর্মপরতন্ত্রো হি সঃ, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যুক্তেঃ। পরলোকায় নির্গচ্ছন্তং জীবাত্মানম্ অনুগচ্ছন্তি বিদ্যাপ্রজ্ঞাকর্মাণি। বিহিতা বিদ্যা ধ্যানাত্মিকা, প্রতিষিদ্ধা বিদ্যা নগ্নস্ত্রীদর্শনাদিরূপা, অবিহিতা বিদ্যা ঘটাদিবিষয়া, অপ্রতিষিদ্ধা বিদ্যা পথি পতিততৃণাদিবিষয়া। বিহিতং কর্ম যাগাদি, প্রতিষিদ্ধং কর্ম ব্রহ্মহননাদি, অবিহিতং কর্ম গমনাদি, অপ্রতিষিদ্ধং কর্ম নেত্রপক্ষ্মবিক্ষেপাদি। পূর্বপ্রজ্ঞা অতীতকর্মফলানুভববাসনা। জীবাত্মা যদা লোকান্তরং গচ্ছতি তদা পূর্বানু-ভবসংস্কারেণৈব অভ্যাসমন্তরেণাপি লোকান্তরে তস্য কর্মণি কুশলতা দৃশ্যতে। পূর্বপ্রজ্ঞা আত্মনঃ ফলোপভোগে প্রবৃত্তিং জনয়তি। অভীষ্ট কর্মণা এব অভীষ্ট-

Scanned by CamScanner

ফলভোগো ভবতি। অতঃ পরলোকগমনায় জনৈঃ যোগাভ্যাসো বিশিষ্ট-পুণ্যোপচয়শ্চ কর্ত্তব্যঃ। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপযোগাভ্যাসেনৈব অনর্থো নিবর্তিষ্যতে। অনর্থস্য উপশমায় উপনিষদঃ উপনিবদ্ধাঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্—একীভবতি করণজাতং স্বেন লিঙ্গাত্মনা, তদৈনং পার্শ্বস্থা আহুঃ ন পশ্যতীতি; তথা ঘ্রাণদেবতানিবৃত্তৌ ঘ্রাণমেকীভবতি লিঙ্গাত্মনা, তদা ন জিঘ্রতীত্যাহুঃ। সমানমন্যৎ। জিহ্বায়াং সোমো বরুণো বা দেবতা, তন্নিবৃত্ত্যপেক্ষয়া ন রসয়তে ইত্যাহুঃ। তথা ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজানাতীত্যাহুঃ। তদা উপলক্ষ্যতে দেবতানিবৃত্তিঃ, করণানাঞ্চ হৃদয়ে একীভাবঃ। তত্র হৃদয়ে উপসংহৃতেষু করণেষু যোঽন্তর্ব্যাপারঃ, স কথ্যতে,—তস্য হ এতস্য প্রকৃতস্য হৃদয়স্য হৃদয়চ্ছিদ্রস্যেত্যেতৎ, অগ্রং নাড়ী-মুখং নির্গমনদ্বারং প্রদ্যোততে, স্বপ্নকাল ইব স্বেন ভাসা তেজোমাত্রাদানকৃতেন, স্বেনৈব জ্যোতিষা আত্মনৈব চ; তেনাত্মজ্যোতিঃপ্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রেণ, এষ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ লিঙ্গোপাধিঃ নির্গচ্ছতি নিষ্ক্রামতি। তথা আথর্ব্বণে "কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত" ইতি।

তত্র চ আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সর্বদাভিব্যক্ততরম্, তদুপাধিদ্বারা হ্যাত্মনি জন্মমরণগমনাগমনাদি-সর্ববিক্রিয়ালক্ষণঃ সংব্যবহারঃ তদাত্মকং হি দ্বাদশবিধং করণং বুদ্ধ্যাদি, তৎ সূত্রম্, তৎ জীবনম্, সোঽন্তরাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন নিষ্ক্রমমাণঃ কেন মার্গেণ নিষ্ক্রামতীত্যুচ্যতে—চক্ষুষ্টো বা আদিত্যলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং জ্ঞানং কর্ম বা যদি স্যাৎ; মূর্ধ্নো বা, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ; অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ শরীরাবয়বেভ্যঃ যথাকর্ম যথাশ্রুতম্। তং বিজ্ঞানাত্মানমুৎক্রামন্তং পরলোকায় প্রস্থিতং পরলোকায় উদ্ভূতাকূতমিত্যর্থঃ।

Scanned by CamScanner

এই প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমশ বলা হইতেছে। "সেই ইন্দ্রিয়গণ সকলেই সমান ও অনন্ত"—এইরূপ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্বাত্মক প্রাণে আশ্রিত বলিয়া এই ইন্দ্রিয়গুলিও সর্বাত্মক ও ব্যাপক। প্রাণিগণের পূর্বকৃত কর্ম ও জ্ঞানের সংস্কার বশতই ইন্দ্রিয়গণ আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাবে চক্ষুরাদিরূপে পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চক্ষুরাদিরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পূর্ব কর্ম জন্য সংস্কার বশতঃ জীবাত্মার পুনরায় দেহান্তর প্রাপ্তি হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলিও দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দেহের ভেদানুসারে ইন্দ্রিয়গুলিও কোথাও সঙ্কুচিত, কোথাও বিস্তৃত হইয়া থাকে। যেমন দেখা যায় ইন্দ্রিয়গুলি 'প্লুষি' নামক ক্ষুদ্র প্রাণীর সমান, আবার মশার সমান বা হস্তীর সমান, ত্রিলোকের সমান ও অন্য সকল বস্তুরও সমান হইয়া থাকে। ইহার অনুকূল শ্রুতি বাক্যও প্রমাণ রূপে গণ্য হয়।

পূর্বকর্মের সংস্কার ও বাসনা দেহে বর্তমান থাকিয়াই দেহান্তরে যাইবার পথ প্রশস্ত ক'রে এবং আর একটি দেহরূপ আশ্রয় পাইলে পূর্ব দেহ পরিত্যাগ করে। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

মন্ত্রঃ—তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মান-মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্র-মমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৪। ৪। ৩

সংস্কৃত শব্দার্থ—তদ্ যথা (দেহান্তরগমনবিষয়ে দৃষ্টান্তোঽয়ম্) তৃণজলায়ুকা (তৃণাশ্রিতা জলৌকা) তৃণস্য অন্তম্ গত্বা (আশ্রয়ভূতস্য তৃণস্য অগ্রভাগম্ উপনীয়) অন্যম্ আক্রমম্ (অপরম্ আশ্রয়ম্) আক্রম্য (গৃহীত্বা) আত্মানম্ (শরীরাবশিষ্টাংশম্) উপসংহরতি (সঙ্কোচয়তি) এবমেব

Scanned by CamScanner

(তাদৃশমেব) অয়ম্ আত্মা (জীবাত্মা) ইদং শরীরম্ (বর্তমানং দেহম্) নিহত্য (পরিত্যজ্য) অবিদ্যাং গময়িত্বা (অচেতনং কৃত্বা বর্তমানদেহগতম্ আত্মাভিমানং পরিত্যজ্য) অন্যম্ আক্রমম্ (দেহান্তরম্) আক্রম্য (গৃহীত্বা) আত্মানম্ উপসংহরতি (দেহান্তরে আত্মাভিমানম্ অবলম্বতে)

বাংলা শব্দার্থ—তদ্ যথা (জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে কিভাবে গমন করে তাহারই উদাহরণস্বরূপ বলা হইতেছে) তৃণজলায়ুকা (তৃণকে অবলম্বন করিয়া জোঁক) তৃণস্য অন্তং গত্বা (তৃণটির প্রান্তদেশে যাইয়া) অন্যম্ আক্রমম্ (অন্য একটি তৃণ অথবা অন্য একটি আশ্রয়) আক্রম্য (গ্রহণ করিয়া) আত্মানম্ (শরীরের অংশগুলিকে) উপসংহরতি (সঙ্কুচিত করিয়া লয়) এবমেব (সেইরূপই) অয়ম্ আত্মা (জীবাত্মা) ইদং শরীরম্ (বর্তমানের শরীরটিকে) নিহত্য (পরিত্যাগ করিয়া) অবিদ্যাং গময়িত্বা (শরীরটিকে অচেতন করিয়া অর্থাৎ বর্তমান দেহের আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া) অন্যম্ আক্রমম্ (অন্য একটি আশ্রয় অর্থাৎ অন্য একটি দেহকে) আক্রম্য (গ্রহণ করিয়া) আত্মানম্ উপসংহরতি (নিজেকে সংকুচিত করে অর্থাৎ অন্যদেহে আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে)।

বাংলা অনুবাদ—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তৃণাবলম্বনকারী জোঁক যেমন তৃণের অগ্রভাগে গমন করিয়া অন্য একটি তৃণরূপ আশ্রয় পাইয়া দেহটিকে সঙ্কুচিত ক'রে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহের নাশ উপস্থিত হইলে সেই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে চেতনাহীন করিয়া থাকে। তখন জীবাত্মা অপর দেহ অবলম্বন করিয়া সেই দেহে আত্মাভিমান প্রকাশ করে।

English Translation—Just as a leech supported on a straw goes to its end and supporting another straw contracts itself, so the dying self throwing aside the body and making it senseless goes to another body and contracts himself.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যা—জীবের কর্মজন্য সংস্কারের প্রভাবে কিভাবে দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহাই এই মন্ত্রের আলোচ্য বিষয়। যেমন, স্বপ্ন দেখিবার সময় জীব স্বীয় ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে বহু দূর দেশে গমন ও বিভিন্ন বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ, স্বল্পকালীন প্রাতিভাসিক দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই আত্মাভিমান করিয়া থাকেন, সেইরূপ মরণকাল উপস্থিত হইলে জীব পূর্বকর্ম জনিত সংস্কার বশতঃ বাসনাকে দীর্ঘ করিয়া সেই বাসনার দ্বারাই ভাবী দেহ প্রাপ্তির স্থানে গমন করিয়া থাকেন।

এস্থলে জলৌকা নামক ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিত জীবাত্মার তুলনা করা হইয়াছে। জলৌকা বা জোঁক যেমন একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না, আর একটি তৃণকে অবলম্বন করিবার জন্য দেহকে সংকুচিত করিয়া তৃণের প্রান্তভাগে গমন করে, সেইরূপ জীবও দেহটিকে অচেতন করিয়া বাসনার দ্বারা অপর দেহ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—অত্র দেহান্তরগমনে তৃণজলৌকানিদর্শনম্। যথা জলৌকাভিধেয়ঃ ক্ষুদ্রঃ জীবঃ তৃণাশ্রয়ীভূতঃ তৃণান্তরং জিঘৃক্ষুঃ দেহসংকোচন-প্রসারণাভ্যাং তৃণান্তরমবলম্বতে তথৈব জীবাত্মা বিদ্যাকর্মনিমিত্তবাসনয়া পূর্বদেহম্ অচেতনং কৃত্বা ভাবিদেহং গৃহ্লাতি। যথা জীবঃ স্বপ্নে দেহান্তরং গৃহীত্বা 'দেবোঽহমিতি' অভিমন্যতে তথৈব তস্য উৎক্রান্তিকালেঽপি। পূর্বদেহ-বিশিষ্টস্য ন পরলোকগমনম্। পূর্বস্মিন্ দেহে আত্মাভিমানত্যাগাৎ পরং লিঙ্গদেহবিশিষ্টস্য জীবস্য প্রসারিতবাসনয়া ভাবিদেহগ্রহণম্।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—তৎ অত্র দেহান্তরসঞ্চারে ইদং নিদর্শনম্। যথা যেন প্রকারেণ তৃণজলায়ুকা, তৃণজলূকা তৃণস্য অন্তম্ অবসানং গত্বা প্রাপ্য অন্যৎ তৃণং তৃণান্তরম্, আক্রমম্ আক্রম্য আশ্রিত্য, আত্মানম্ আত্মনঃ পূর্বাবয়বম্ উপ-সংহরতি অন্ত্যাবয়বস্থানে, এবমেব অয়মাত্মা—যঃ প্রকৃতঃ সংসারী, ইদং শরীরং

Scanned by CamScanner

পূর্বোপাত্তম্, নিহত্য স্বপ্নং প্রতিপিৎসুরিব পাতয়িত্বা, অবিদ্যাং গময়িত্বা অচেতনং কৃত্বা স্বাত্মোপসংহারেণ অন্যমাক্রমম্, তৃণান্তরমিব তৃণজলূকা, শরীরান্তরং গৃহীত্বা প্রসারিতয়া বাসনয়া, আত্মানম্ উপসংহরতি—তত্রাত্মভাবমারভতে,—যথা স্বপ্নে দেহান্তরস্থ এব শরীরারম্ভদেশে—আরভ্যমাণে দেহে জঙ্গমে স্থাবরে বা। তত্র চ কর্মবশাৎ করণানি লব্ধবৃত্তীনি সংহন্যন্তে, বাহ্যঞ্চ কুশমৃত্তিকাস্থানীয়ং শরীরমারভ্যতে। তত্র চ করণব্যূহমপেক্ষ্য বাগাদ্যনুগ্রহায় অগ্ন্যাদিদেবতাঃ সংশ্রয়ন্তে। এষ দেহান্তরারম্ভবিধিঃ।

টীকা—আক্রমম্—আ—ক্রম্+ঘঞ্

আক্রম্য—আ—ক্রম্+ল্যপ্

উপসংহরতি—উপ—সম্—হৃ+লট্ তি

নিহত্য—নি—হন্+লাপ

গময়িত্বা—গম্+ণিচ্+ক্ত্বাচ্

আভাসভাষ্যম্—তত্র দেহান্তরারম্ভে নিত্যোপাত্তমেবোপাদানম্ উপমৃদ্যোপমৃদ্য দেহান্তরমারভতে? আহোস্বিৎ অপূর্বমেব পুনঃ পুনরাদত্তে? ইত্যত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ।

আভাসভাষ্যের বাংলা অনুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে, জীব যখন দেহান্তরে গমন করেন তখন তাঁহার পূর্বদেহের উপাদানগুলি লইয়াই নূতন দেহ নির্মিত হয়, না, পূর্বদেহের উপাদানগুলি নাশ করিয়া নূতন উপাদান লইয়াই দেহান্তরের সৃষ্টি হয়? ইহার উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রঃ—তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং

Scanned by CamScanner

গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ৪।৪।৪

সংস্কৃত শব্দার্থঃ—তৎ (দেহান্তরগ্রহণকালে উপাদানবিষয়মধিকৃত্য দৃষ্টান্তঃ উপন্যস্যতে) পেশস্কারী (স্বর্ণকারঃ) যথা পেশসঃ (সুবর্ণস্য) মাত্রাম্ অপাদায় (অংশং গৃহীত্বা) কল্যাণতরম্ (পূর্বস্মাৎ রচনাবিশেষাৎ প্রিয়তরম্) নবতরম্ (অভিনবতরম্) অন্যৎ রূপং তনুতে (আকারবিশেষং নির্মাতি) এবমেব (পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তবৎ এব) অয়ম্ আত্মা (লোকান্তরগমনোদ্যতঃ জীবাত্মা) ইদং শরীরম্ (পঞ্চভূতাত্মকং দেহম্) নিহত্য (দেহত্যাগানন্তরম্) অবিদ্যাং গময়িত্বা (অচেতনং কৃত্বা) পিত্র্যং বা (পিতৃলোকে উপভোগযোগ্যং বা) গান্ধর্বং বা (গন্ধর্বলোকে উপভোগযোগ্যং বা) দৈবং বা (দেবলোকগমনযোগ্যং বা) প্রাজাপত্যং বা (প্রজাপতিলোকপ্রাপ্তিযোগ্যং বা) ব্রাহ্মং বা (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিযোগ্যং বা) অন্যেষাং ভূতানাং বা (অপরজীবলোকপ্রাপ্তিযোগ্যং বা) অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপম্ (নূতনং প্রিয়তরং দেহান্তরম্) কুরুতে (নির্মাতি)।

বাংলা শব্দার্থঃ—তৎ (জীবের দেহান্তর প্রাপ্তিকালে কি উপাদান লইয়া অন্যদেহ গঠিত হইবে তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা উপস্থাপিত হইতেছে) পেশস্কারী (স্বর্ণকার) যথা পেশসঃ মাত্রাম্ অপাদায় (যেমন স্বর্ণের অংশ গ্রহণ করিয়া) কল্যাণতরং (পূর্বাপেক্ষা রমণীয়) নবতরং (নূতনতর) অন্যৎ রূপং তনুতে (রূপ দিয়া থাকেন) এবমেব (সেইরূপ) অয়ম্ আত্মা (লোকান্তরে যাইতে উদ্যত জীবাত্মা) ইদং শরীরম্ (এই দেহটিকে) নিহত্য (ত্যাগ করিয়া) অবিদ্যাং গময়িত্বা (অচেতন করিয়া) পিত্র্যং বা (পিতৃলোকে গমনের উপযোগী) গান্ধর্বং বা (অথবা গন্ধর্বলোকে গমনের উপযোগী) দৈবং বা (অথবা দেবলোকে গমনের উপযোগী) প্রাজাপত্যং বা (অথবা

Scanned by CamScanner

প্রজাপতিলোকে গমনের উপযোগী) ব্রাহ্মং বা (অথবা ব্রহ্মলোকে গমনের উপযোগী) অন্যেষাং ভূতানাং বা (অথবা অন্য জীবলোকে গমনের উপযোগী) নবতরং (নূতনতর) কল্যাণতরং (রমণীয়তর) অন্যৎ রূপম্ (অপর দেহ বিশেষ) কুরুতে (নির্মাণ করে)।

বাংলা অনুবাদ—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইতেছে—স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের অংশ গ্রহণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা রমণীয় ও নূতন রূপে তাহা নির্মাণ করিয়া থাকেন সেইরূপ জীবাত্মা বর্তমান দেহটিকে অচেতন করিয়া ও তাহা পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে, গন্ধর্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে, ব্রহ্মলোকে অথবা অন্যান্য জীবলোকে যাইবার উপযোগী একটি নূতন ও রমণীয় দেহ নির্মাণ করেন।

English Translation—Just as a goldsmith taking a little quantity of gold gives the form of a newer and better one, so the self making the body senseless throws it away and creates a newer and better body fit for the world of the manes, the world of the demi-gods (Gandharvas), the world of the gods, the world of Prajapati (the creator of the universe), the world of Brahman (the Supreme Being) or the world of other beings.

বাংলা ব্যাখ্যা—জীব দেহ হইতে দেহান্তরে কিভাবে গমন করেন, তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্ণকার কিছু পরিমাণ স্বর্ণ লইয়া নূতন অলংকার নির্মাণ করেন এবং সেই অলংকারটি পূর্বাপেক্ষা অধিক রমণীয় ও অধিক উত্তম বলিয়া প্রতীত হয়। জীবাত্মা ও সেইরূপ একদেহ হইতে নির্গত হইয়া জীবের কর্মফলানুসারে অন্য আর একটি নূতন ও উত্তম দেহ নির্মাণ

Scanned by CamScanner

করিয়া তথায় গমন করেন। নূতন দেহের উপাদানরূপে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত পদার্থের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া জীব পরলোকে গমন করিয়া থাকেন। জীব যেরূপ উপাসনা ও কর্ম করিয়া থাকেন তাহার ফল স্বরূপ ভাবিদেহ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যিনি যেরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ দেহই লাভ করেন। কর্মসংস্কারবশতঃ পিতৃলোকে, গন্ধর্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে যাইবার উপযুক্ত ভাবিদেহ নির্মাণ করিয়াই জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—কেনোপাদানেন দেহান্তরারম্ভঃ ক্রিয়তে তস্য ব্যাখ্যানাবসরে দৃষ্টান্তঃ উপন্যস্যতে। যথা স্বর্ণকারঃ স্বর্ণস্য অংশং গৃহীত্বা অভিনবতরং রমণীয়তরঞ্চ অলংকার নির্মাতি তথৈব জীবাত্মা দেহত্যাগানন্তরং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং সূক্ষ্মাংশং গৃহীত্বা দেহান্তরং নির্মাতি। ইহলৌকিকদেহং পরিত্যজ্য রমণীয়তরদেহং গৃহীত্বা লোকান্তরং গচ্ছতি। পিতৃলোকগমনযোগ্যং, গান্ধর্বলোকগমনযোগ্যং, দেবলোকগমনযোগ্যং, প্রজাপতিলোকগমনযোগ্যং, ব্রহ্মলোকগমনযোগ্যং বা দেহং পাঞ্চভৌতিকপদার্থানাং সূক্ষ্মাংশেন বিনির্মিতম্। যস্য যাদৃশী ভাবনা যাদৃশং কর্ম বা তাদৃশং লোকমেব গচ্ছতি জীবাত্মা ইতি ভাবঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—তৎ তত্রৈতস্মিন্নর্থে, যথা পেশস্কারী, পেশঃ সুবর্ণম্, তৎ করোতীতি পেশস্কারী সুবর্ণকারঃ পেশসঃ সুবর্ণস্য মাত্রামপাদায় অপচ্ছিদ্য গৃহীত্বা অন্যৎ পূর্বস্মাৎ রচনাবিশেষাৎ নবতরমভিনবতরং কল্যাণাৎ কল্যাণতরং রূপং তনুতে নির্মিনোতি। এবমেব অয়মাত্মেত্যাদি পূর্ববৎ। নিত্যোপাত্তান্যেব পৃথিব্যাদীন্যাকাশান্তানি পঞ্চভূতানি যানি "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি চতুর্থে ব্যাখ্যাতানি, পেশঃস্থানীয়ানি তান্যেব উপমৃদ্যোপমৃদ্য অন্যদন্যচ্চ দেহান্তরং নবতরং কল্যাণতরং রূপং সংস্থানবিশেষং দেহান্তরমিত্যর্থঃ, কুরুতে—পিত্র্যং বা, পিতৃভ্যো হিতং পিতৃলোকোপভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ। গান্ধর্বং

Scanned by CamScanner

ড: স্বর্ণা ভট্টাচার্য সম্পাদিত অনুবাদ-টীকামূলক 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্যগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা হয়েছে এজন্য লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শ্রীমতী শিউলি দাশ
সংস্কৃত বিভাগ
দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
বনগ্রাম

Scanned by CamScanner